NAKUL DAS & PARUL DAS
Parents of Late: Punam Das
Sripur-3: Huplong Cherra
Dharmanagar: North Tripura

PRESS RELEASE

বিগত ০১লা মে ২০১৪ইং আমাদের মেয়ে মৃত: পুনম দাসে এর সামাজিক রীতি অনুসারে শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মৃত: হরিমোহন দাসের ছেলে শ্রী: আশিস দাসের সাথে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ছেলের বাড়ীর দাবী অনুসারে বাইক সহ যাবতীয় জিনিষ পত্র দিয়েই বিবাহ দেই। মেয়ের সুখের কথা ভেবেই অনেক কষ্টে সবকিছু আয়োজন করেছিলাম।

বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই পনের দাবিতে আমাদের মেয়ে পুনমের শাশুড়ি, স্বামী ও ননদ মিলে পুনমের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। আমরা খুবই গরীব এবং গ্রামের খুব সাধারণ মানুষ তাই মেয়ের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সাহস করে উঠতে পারিনি। ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু, বিয়ের ১০(দশ) মাসের মাথায় বিগত ১০ই মার্চ ২০১৫ইং আমাদের মেয়ে পুনম'কে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নির্মম ভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়!

ছেলের বাড়ির লোকেরা আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক অনেক বেশী ক্ষমতাবান হওয়ায় অর্থ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যাবহার করে আমাদের মেয়ের হত্যার তদন্তকে প্রভাবিত করে আত্মহত্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্তের পরিবার অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যাবহার করে ঘটনার POST-MORTEM REPORTS, FORENSIC REPORTS, FIRE SERVICE REPORTS সহ অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ ও PHOTO/VIDEO ফুটেজ নিয়ে নয়-ছয় করেন। যাতে করে অভিযুক্তরা মামলা থেকে অনায়াসে রেহাই পেয়ে যায়।

ঘটনার দিনই ১০ই মার্চ ২০১৫ইং মৃত: পুনম দাসের পরিবারের পক্ষে পুনমের পিতা শ্রী: নকুল দাস উনার মেয়েকে পনের দায়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এই অভিযোগ এনে ধর্মনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন যার নং 2015 DMN 023। উক্ত মামলায় প্রধান অভিযুক্ত করা হয় শ্রী: আশিস দাস (স্বামী), শ্রীমতিঃ বিনতা দাস (শাশুড়ি) এবং শ্রীমতিঃ মনিকা দাস সাও (ননদ)।

সুদীর্ঘ ২৭ মাসের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শেষে গত ০৫ই জুলাই ২০১৭ইং উত্তর ত্রিপুরা জেলা আদালতের মাননীয় বিচারপতি তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং প্রমান্য দলীলের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তদের মধ্যে একজন অভিযুক্ত শ্রীমতিঃ বিনতা দাস'কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি ঘোষণা করেন এবং অপর অভিযুক্ত আশিস দাস'কে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে "Benefit of Doubt" এ খালাস করেন।

তারপর আমরা ত্রিপুরা হাইকোর্টে আশিস দাসের শাস্তির জন্য আপিল করি।

কিছু দিন আগে আমরা লোক মারফত জানতে পারি যে পুনম দাসের হত্যার দায়ে সাজা প্রাপ্ত আসামি বিনতা দাস'কে ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ আদালত থেকে নির্দোষ খালাস করেন। বিস্তারিত খুঁজ নিয়ে জানা যায় যে বিগত ১১/১২/২০১৮ইং মাননীয় বিচারপতি, ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ আদালত, মৃত: পুনম দাসের পরিবার দ্বারা আশিস দাসের শাস্তির দাবীর আপিল খারিজ করেন এবং পুনম দাসের হত্যার দায়ে একমাত্র সাজা প্রাপ্ত আসামি বিনতা দাস'কে সাজা মুক্ত করেন।

NAKUL DAS & PARUL DAS
Parents of Late: Punam Das
Sripur-3: Huplong Cherra
Dharmanagar: North Tripura

আমরা এবং এলাকাবাসী সম্পূর্ন হতবাক ও আশাহত, কারণ কবে, কখন ও কিভাবে উক্ত দুটি আপীলের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল এবং রায় ঘোষণা হয়ে গেল তাঁর কোন খবরই আমরা পাই নি, এমন কি উচ্চ আদালত থেকে কোন নোটিশও আমাদেরকে দেওয়া হয়নি।

আমরা গ্রামের নেহাত দরিদ্র শ্রেণীর অতি সাধারণ মানুষ, আইন সম্পর্কে আমাদের কোন ধারনাই নেই, না আছে আমাদের অর্থবল না আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাই ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? আমাদের মেয়েকে নির্মম ভাবে পুড়িয়ে হত্যা করার পরও আমরা ন্যায় বিচার পেলাম না। আমরা গরীব তাই অর্থ ও ক্ষমতার জোরে আমাদের মেয়ের হত্যাকারীরা আজ মুক্ত!

আমরা আজ সম্মুর্ন অসহায় ও নিরুপায় হয়ে ত্রিপুরাবাসির কাছে, রাজ্যের জনদরদী রাজ্য সরকারের কাছে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাত জোড় করে আবেদন করছি আপনারা সকলে মিলে আমাদের মেয়ের হত্যাকারীদের শাস্তির জন্য সাহায্য করুন। যাতে আমাদের মত অসহায় পরিবার ন্যায় বিচার পেতে পারি।

<u>পুনম দাসের পরিবার এবং এলাকাবাসীর দাবীঃ</u>

১. ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ আদালতের রায়ের পুনঃবিচার করা।

২. যেহেতু জেলা আদালত ও উচ্চ আদালতের রায়ে এটা স্পষ্ট যে পুনম দাস হত্যা মামলার তদন্তে অপরিসীম গাফিলতি করে প্রকৃত দোষীদের পার পায়িয়ে দেওয়ার সক্ষম প্রয়াস করা হয়েছে তাই নিরপেক্ষ ও সুষ্ট তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি প্রদান করা,

৩. যেহেতু আশিস দাসের চাকুরির ক্ষেত্রে তথ্য গোপন করে দুর্নিতির আশ্রয় নিয়েছেন তাই আশিস দাসের চাকুরি বাতিল করা।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী, পুনম দাসের পরিবারের পক্ষে মাননীয় হাইকোর্ট, ত্রিপুরা, মাননীয় সুপ্রিমকোর্ট এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের নিকট আমাদের ন্যায় বিচার করার আবেদন করছি।

তারিখঃ 25.02.2019

নমস্কারান্তেঃ

(GOPIKA KANTA DUTTA)
SOCIAL ACTIVIST